দৈনিক সংবাদ

তারিখ 27 SEP 1993
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

অর্থাভাবে সরকারী বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে

।। মোনাজাতউদ্দিন ।।

অর্থ যোগানদাতা পাওয়া যায়নি। এখনো তৈরি হয়নি 'প্রজেক্ট প্রফর্মা'। ফলে সরকারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রকল্প 'বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম' দীর্ঘদিন ধরে সম্পূর্ণ বন্ধ অবস্থায় রয়েছে। বন্ধ রয়েছে দেশের ১ হাজার ৬২০টি সরকারী বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র।

গত ১১ই আগস্ট 'সংবাদ'-এ 'মূলত অর্থাভাবে সরকারী বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ' হয়ে যাবার খবর প্রকাশিত হয়। বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর গোচরীভূত হয় এবং তিনি অবিলম্বে বন্ধ হয়ে যাওয়া ১ হাজার ৬২০টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র চালুর নির্দেশ দেন। বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দেয়া হয় এ কারণে যে, বর্তমান সরকারের বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ডের মধ্যে এটি গুরুত্বপূর্ণ একটি। দ্বিতীয়ত, সরকার সাম্প্রতিককালে প্রাথমিক থেকে শুরু করে বয়স্ক পর্যায় পর্যন্ত সবার জন্যে শিক্ষা কার্যক্রমের ওপর অত্যন্ত জোর দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের প্রায় বেশ মাস পর দেশের বিভিন্ন স্থানে বন্ধ হয়ে থাকা বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রগুলো চালু হয়েছে কি? খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেলঃ কেন্দ্রগুলো চালু হওয়া তো দূরের কথা এ সম্পর্কিত 'প্রজেক্ট প্রফর্মা' (পিপি) এখনো তৈরি হয়নি। পাওয়া যায়নি 'ডোনার'। ঠিক কবে পিপি তৈরি সম্পন্ন হবে তাও অনিশ্চিত। সংশ্লিষ্ট দফতর সূত্রে জানা যায়, পিপি তৈরির কাজ চলছে তবে তার গতি

বয়স্ক শিক্ষা ঃ পৃঃ ৬ কঃ ৪

বয়স্ক শিক্ষা ঃ কার্যক্রম বন্ধ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অত্যন্ত ধীর। পরিস্থিতির বিবরণ শুনে মনে হয়ঃ কার্যক্রম শুরু হতে আরো বেশ কিছুটা সময় লাগবে। কেননা, পিপি তৈরি করাটাই শেষ কাজ নয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে 'একনেক' পর্যন্ত কয়েকটি পর্যায়ে ঘুরে অনুমোদিত হতে হবে সেই পিপি।

সরকারের 'বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম' সম্পর্কিত সরকারী প্রকল্পটি ছিল ৩ বছর মেয়াদী। গত বছর '৯২ এপ্রিল থেকে কার্যক্রম শুরু হয়। প্রায় ১০ মাস কালক্ষেপণের পর কার্যক্রমটি শুরু হলেও প্রথম দফায় চালু হয় ১ হাজার ৬২০টি কেন্দ্র। এসব কেন্দ্রে ভর্তি হন প্রায় ৬৮ হাজার ৮শ' জন শিক্ষার্থী যাদের বয়স ১৫ থেকে ৩৫ বছর। প্রথম পর্যায়ে দেশের ৩৮টি জেলার ৪৩টি থানায় শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হয়। বলা হয়েছিলঃ ৩ বছর মেয়াদী এই প্রকল্প চলাকালে পর্যায়ক্রমে দেশের বাদবাকি জেলা-থানাগুলোতেও বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা হবে। কিন্তু তা হয়নি। বছরের ১২টি মাসের মধ্যে মাত্র ৯মাস লেখাপড়া চলবার পর সরকার গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমটি বন্ধ হয়ে যায়।

সরকার গৃহীত কার্যক্রমটির লক্ষ্যমাত্রা ছিল যেঃ ৩ বছর সময়ের মধ্যে প্রায় ২ লাখ নর-নারীকে তালিকাভুক্ত করে এমন শিক্ষাদান করা হবে যাতে তারা লিখতে ও পড়তে পারে। কিন্তু গৃহীত লক্ষ্যমাত্রা সফল হয়নি। ২ লাখের মধ্যে কেবল ৬৮হাজার ৮শ' জনকে কিছু কিছু শিক্ষাদান করা সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ ১ লাখ ৩১ হাজার নর-নারী (সরকারী কার্যক্রমের আওতায়) রয়ে গেছে শিক্ষা বঞ্চিত। অথচ আগামী জুনে সরকারী কার্যক্রমটির মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, সরকারী বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমটি চালু রাখতে বছরে প্রয়োজন মাত্র ১ কোটি ৬০ লাখ টাকা। অথচ এর জোগানদার পাওয়া যাচ্ছে না। অপরদিকে নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক একটি সূত্রে অভিযোগ পাওয়া গেছে যেঃ 'সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমের' প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার একজনকে নিয়োজিত করা হয়েছে, দেয়া হয়েছে পৃথক অফিস গাড়ি ও অন্যান্য দাফতরিক সুযোগ-সুবিধা। তা সত্ত্বেও 'প্রজেক্ট প্রফর্মা' তৈরি করতে মাসের পর মাস লেগে যাচ্ছে। সেই